বৃষ্টিভেজা বিকেল

বই	**বৃষ্টিভেজা বিকেল**
লেখক	নুসরাত জাহান মুন
নিরীক্ষণ	সালমান মোহাম্মদ
বানান সমন্বয়	উম্মে আলী মুহাম্মদ
প্রচ্ছদ	আবুল ফাতাহ মুন্না
অঙ্গসজ্জা	মুহাম্মদ পাবলিকেশন গ্রাফিক্স টিম

বৃষ্টিভেজা বিকেল

নুসরাত জাহান মুন

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

বৃষ্টিভেজা বিকেল

প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০২২

প্রকাশনায়

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

ইসলামি টাওয়ার, আন্ডারগ্রাউন্ড, দোকান নং # ১৮

১১/১ ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

+৮৮ ০১৩১৭-৮৫১৩৮০, ০১৬২৩-৩৩৪৩৪২

প্রত্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

অনলাইনে অর্ডার করুন

ওয়েলরিচ বিডি.কম-এ

www.wellreachbd.com

ইসলামি টাওয়ার, আন্ডারগ্রাউন্ড, দোকান নং # ১৮

১১/১ ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

+৮৮ ০১৩১৭-৮৫ ১৩ ৮০, ০১৬৩১-৩৪ ৫১ ৯১

অথবা **rokomari.com** & **wafilife.com** -এ

বইমেলা পরিবেশক

বাংলার প্রকাশন

মূল্য : BD ৳ ২০০ US $ 15, UK £ 6

BRISTIVEJA BIKEL

Writer : Nusrat Jahan Moon

Published by

Muhammad Publication

Islami Tower, UnderGround, Shop # 18

11/1 Islami Tower, Banglabazar, Dhaka-1100

+88 01317-851380, 01623-334342

https://www.facebook.com/muhammadpublicationBD/

muhammadpublicationBD@gmail.com

www.muhammadpublication.com

ISBN : 978-984-95707-3-8

স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা, ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

প্রকাশকের কথা

আমাদের জীবনের নানা দিকে, অজস্র গল্প ছড়িয়ে আছে। কত রঙের গল্প। কত ঢঙের গল্প। কিছু গল্প স্বপ্ন দেখায়। কিছু গল্প অশ্রু ঝড়ায়। আমাদের বদলে যাওয়ার গল্প। খণ্ড খণ্ড বেঁচে থাকার গল্প। কিছু গল্প ফেলে আসি অতীতে। এমন কিছু ছোট গল্প নিয়েই 'বৃষ্টি ভেজা বিকেল।'

লিখেছেন নুসরাত জাহান মুন। মুহাম্মদ পাবলিকেশন থেকে পূর্বে একাধিক যৌথ গল্পগ্রন্থে তার লেখা প্রকাশিত হলেও একটিই তার একক প্রথম বই। আশা করি তার এই গল্পগুলো আমাদের জীবনের মোড়কে ঘুরিয়ে দেবে। ছোট ছোট এই গল্পগুলো বড় ধরনের পরিবর্তন এনে দেবে আমাদের মাঝে, ইনশাআল্লাহ।

বইটির সুন্দর ও নির্ভুল করতে আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। তারপরও কোনো ভুল বা অসঙ্গতি আপনার দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের জানানোর অনুরোধ থাকল।

আল্লাহ তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন। একইভাবে বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকেই জাজায়ে খাইর দান করুন।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
০২ ফেব্রুয়ারি ২০২২

লেখকের কথা

লেখালেখিকে আমার মনের খোঁড়াক বলা যায়। যাচ্ছেতাই লিখি সেই ছোটবেলা থেকেই। কিন্তু সচেতনভাবে স্বীন নিয়ে লেখালেখি করবো এই সিদ্ধান্ত নেই ২০১৭। আমার জীবনের টার্নিং পয়েন্টও বলা যায় এই ২০১৭-কে। সে যা হোক, নিজের লেখাগুলোকে কখনই মলাটবদ্ধ অবস্থায় কল্পনাও করতাম না। কিন্তু আমার রবে পরিকল্পনা ভিন্ন। তাঁর ইচ্ছায় নিজের নিয়্যাত ঠিক করে লেখালেখি শুরু করার পর নানাভাবেই আমার লেখা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ পেয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। এতে ঠিক কি হয়েছে জানেন? আমার ভেতরের লোভটা আরো অনেক বেড়ে গেছে।

হ্যাঁ, 'লোভ'। ঠিকই পড়েছেন আপনি। লোভ হয়, আমার কাজগুলো যদি আমার রব কবুল করে নেন। লোভ হয়, যদি ইমাম ইবনে তাইমিয়া বা ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহুর মত আমার লেখাগুলোও আমার কবরে সওয়াব বাড়াতে থাকে! আমি জানি তেমন আহামড়ি কিছুই করিনি। তবু রাব্বুল আলামিন তো চাইলেই ১ কে ১০০০ এ পরিণত করতে পারেন— তাই না। তাঁর কাছে চাইতে তাহলে লজ্জা পাবো কেন!

সেই স্বপ্নে চোখ মেলি। কাজে লাগি। আলহামদুলিল্লাহ্। আল্লাহ্ গুটি গুটি করে এই বইটির কাজ শেষ করার তাওফিক্ব দিলেন।

'বৃষ্টি ভেজা বিকেল' ছোট ছোট কিছু গল্প। এই নাম বেছে নিয়েছি কেন? কোনো এক বৃষ্টি ভেজা বিকেলে আমার মত কোনো তৃষিত পাঠকের মনে এক কাপ চা আর একটি বই হাতে বেলকনির কোনে বসতে ইচ্ছে হতে পারে। ইচ্ছে হতে পারে একটু গল্প পড়তে। এই বইটি সেই সময়ের সঙ্গী হতে চায়।

——নুসরাত জাহান মুন

সূচিপত্র

লেইম কোয়েশ্চেন অর নট!?	১৩
লেইম কোয়েশ্চেন অর নট-২!	১৭
তিনি শুনছেন	২০
Speak Good	২১
টবের গাছ	২৩
অযাচিত ঘ্রাণে	২৮
অকৃতজ্ঞ	৪১
একটু সময় হবে?	৪৩
Convert the Quarantine to Quran time	
কোয়ারেন্টাইনকে কুরআন টাইমে পরিণত করুন	৪৬
লকডাউন ডায়েরি	৪৮
ভাঙা গড়া	৫৩
আবৃত মুক্তো	৬১
এক চিলতে প্রশান্তি	৬৭
জমাচ্ছি ওপারে	৭৩
মেঘে ঢাকা অন্তর	৭৫
সূর্য ঢলা বিকেল	৭৭
সুশীতল ছায়া	৮৩
দারবিদা	৮৫
সেই একই রাত	৮৮
অন্তত সে যেন ভালো থাকে!	৯০
কলুষিত অন্তর	৯৫
সেকেন্ডের ভগ্নাংশ	১০১
ফিরছি তাঁর দিকে	১০৩
ফিরে যাচ্ছি	১০৬

তবুও ফিরতে চাই! ১০৭
শিশুর মনে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা কীভাবে তৈরি করবেন? ১০৯
Good deeds erase bad deeds ১১০
Live like a traveler ১১১
Is life just a game? ১১২
অকৃতজ্ঞ অন্তর ১১৪
হুসনাল খাতিমাহ ১১৭
আমি অলস ১১৯
নির্দোষ কথা ১২০
বৃষ্টির দিনে রোদেলা ১২২

বৃষ্টিভেজা
বিকেল

লেইম কোয়েশ্চেন অর নট!?

উমর ক্লাস এইটে পড়ে। এই বয়সেই খুব ব্যস্ত। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর দুটো প্রাইভেট। তারপর স্কুল। স্কুল থেকে ফিরে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাসাতেই থাকা হয়। তারপর হয় ঘুম, নতুবা টিভি দেখা কিংবা গেইম খেলা অথবা ছাদে গিয়ে অন্যদের সঙ্গে খেলা করা। সন্ধ্যার পর আবার দুটো প্রাইভেট। বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত ৯/১০টা। খেতে খেতে একটু টিভি দেখা, তারপর ঘুম। সামনে জেএসসি, তাই নাকি এ বছরটা একটু কষ্ট করতেই হবে, ওর আম্মু বলে। কথাটা শুনলে বিরক্ত লাগে উমরের। কী অদ্ভুত! আম্মু প্রতিবছর এই একই কথা বলে। আজ সকালে প্রাইভেট নেই।

পড়াশোনায় খুব একটা ভালো ছিল না আগে; তবে ক্লাসে যেতে ভালোই লাগত। কিন্তু গত ২/৩ মাস থেকে সে আগের তুলনায় বেশি আগ্রহ নিয়ে পড়াশোনা করে। তার এই পরিবর্তনটা এসেছে তুহিন ভাইয়ার কাছে প্রাইভেট পড়া শুরু করার পর থেকে। গত ৭ মাস আগে পাশের বাসায় নতুন ভাড়াটে হিসেবে এসেছিল ওরা। কেমন অদ্ভুত ধরনের এক মানুষ! প্রাইভেট শুরুর আগে ভাইয়া বাচ্চাদের সাথে ছাদে খেলতেন।

প্রথম দিন উমর যখন ভাইয়ার বাসায় পড়তে যাবে তখন কেমন যেন লাগছিল। ভাবছিল, এই ভাইয়া আর কী পড়াবে! নরমাল ক্রিকেট খেলাই তো পারে না। এত্ত ইজি খেলা আর আছে?

মাত্র এক সপ্তাহের মাঝেই উমর বুঝে গেল, নাহ, খেলার সময়ের তুহিন ভাইয়া আর পড়ার টেবিলের ভাইয়া এক মানুষ নয়। খেলার সময় যাকে সমবয়সী মনে হয়, তাকেই পড়তে বসলে মনে হয় কোনো স্কুলের টিচার। আরও অদ্ভুত ব্যাপার হলো, তিনি কাউকে মারেন না, কিন্তু চোখ বড় করে কঠিন করে এমনভাবে 'পড়ো' বলেন, তাতেই কাজ হয়ে যায়। যে ম্যাথ নিয়ে ওর এত্ত ভয় ছিল, সেটা এখন ওর পছন্দের বিষয়।

আরও অবাক লাগে, যখন এই কঠিন ভাইয়াটাই অন্যদের লেইম কোয়েশ্চেনগুলো অনেক আগ্রহের সঙ্গে শোনেন। আবার খুব সুন্দর করে উত্তরও বুঝিয়ে বলেন। উমর

নিজেও অনেক সময় অনেক লেইম কোয়েশ্চেন করে বসে। বোঝার পর নিজেই আবার নিজেকে নিয়ে হাসে। আর ভাবে, এতটা বোকা বোকা প্রশ্ন সে কী করে করল!

আজ ক'দিন থেকেই তার মাথায় একটা প্রশ্ন ঘুর ঘুর করছে। সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না, এটা কী গুড কোয়েশ্চেন নাকি লেইম কোয়েশ্চেন।

একটা কোয়েশ্চেন নিয়ে তার এত ভাবার কারণ, তুহিন ভাইয়ার কাছে পড়ার আগে সে মোবারক স্যারের কাছে পড়ত। সেখানে স্যারকে কোনো কোয়েশ্চেন করলে যদি সেটা লেইম কোয়েশ্চেন হতো, তাহলে পিটুনি খেতে হতো। সেই ভয়টা তার এখনো কাটেনি। মোবারক স্যার খুবই ভুলো মনের ছিলেন। হয়তো স্যারই বললেন, কাল ৫ টায় যেতে; কিন্তু উনি নিজেই তা ভুলে গেলেন; তখন দেরি করে যাওয়ার অপরাধে কানমলা বা পিটুনি খেতে হতো। তুহিন ভাইয়া আবার এই দিক দিয়ে অনেক আলাদা। ভাইয়া অযথা বকাও দেন না। আগে থেকে ওয়ার্নিং দিয়ে বকা দেন। বলে দেন, 'কাল এই পড়াটা শিখে না এলে কিন্তু তুমি অনেক বকা খাবা।' আর যা বলে ঠিক তাই করে। কিছুই ভুলেন না।

হায় হায়! গতকাল তো উমরকেও বলে দেওয়া হয়েছে—'ঠিক ৮ টায় আসবা। ৫ মিনিটও যেন লেট না হয়। লেট হলে শাস্তি আছে।' অলরেডি ৭ : ৩০ বেজে গেছে! এক লাফে শোয়া থেকে উঠে রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়ল উমর। খুব দ্রুত সিড়ি ভেঙে ঠিক ৭ : ৫৮ তে ভাইয়ার বাসার বেল বাজাল। ভাইয়া নিজেই দরজা খুলে খুব মিষ্টি ও হাসি হাসি কণ্ঠে বলল, 'ভেরি গুড! একদম পার্ফেক্ট টাইম।' উমরের মনটা ভালো হয়ে গেল। মনে মনে ভাবল, গুড হোক আর লেইম হোক, আজ কোয়েশ্চেনটা করবেই সে। ভাইয়া অলওয়েজ প্রথমে আগের দিনের পড়া রিভিউ করে। তারপর নতুন টপিক স্টার্ট করেন। তো আজ রিভিউ শেষে উমর বলল, 'ভাইয়া একটা কোয়েশ্চেন করি?' ভাইয়া খুবই আগ্রহ নিয়ে বলল, 'হুম বলো।'

'আচ্ছা ভাইয়া, আমার অনেক ফ্রেন্ড আছে, যারা স্কুলে জোহরের নামাজ পড়ে না। ওদের নামাজ পড়তে বললে বলে যে, আল্লাহ নাকি সব মুসলিমকেই একটা সময় ক্ষমা করে জান্নাতে নিয়ে যাবেন। জাহান্নামে নাকি শুধু কাফিররা থাকবে, তাহলে আর এখন নামাজ পড়ার দরকার কী! আমরা তো মুসলিমই, জান্নাতে তো যাবই। এটা কি ঠিক?'

'উমর, তোমাকে কুরআনের কিছু আয়াত পড়ে শুনাই। তুমি নিজেই সব বুঝবা।' এই বলে ভাইয়া ফোন থেকে কুরআনের সুরা বাকারা ওপেন করে পড়া শুরু করলেন—

তারা বলে, আমাদের কখনও আগুন স্পর্শ করবে না; শুধু কয়েকটা দিন। বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে কোনো অঙ্গীকার পেয়েছ, যা তিনি কখনও খেলাফ করবেন না? তোমরা যা জানো না, তা আল্লাহর সাথে জুড়ে দিচ্ছ![১]

---

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ৮০

'ঐ কথাটা কি তাহলে ভুল, ভাইয়া?' উমর বলে উঠল।

তুহিন ভাইয়া বললেন, 'পড়াটা শেষ করি! তুমি মনোযোগ দিয়ে শোনো, এই বলে ভাইয়া আবার পড়া শুরু করলেন—

হ্যাঁ, যারা গুনাহ করে এবং যাদের গুনাহ তাদের পরিবেষ্টন করে, তারাই জাহান্নামবাসী, যেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। পক্ষান্তরে, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকাজ করে, তারাই জান্নাতবাসী, সেখানে তারা চিরস্থায়ী।

'এইত্ত ভাইয়া, এখানে তো বললই, যারা বিশ্বাস করে তারা জান্নাতবাসী!' খুশি হয়ে বলে ওঠে উমর।

তুহিন ভাইয়া শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'উমর, একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো।' এই বলে ভাইয়া একই আয়াতগুলো আরও দুবার পড়লেন। দুবারই 'বিশ্বাস' শব্দটা খুব স্পষ্ট ও দৃঢ় করে পড়লেন; যেন এই শব্দের মধ্যে ভাবার মতো কিছু আছে।

উমর কনফিউজড হয়ে বলল, 'আমরা তো বিশ্বাস করিই যে, আল্লাহ আছেন।' ভাইয়া হেসে হেসে বললেন, 'আচ্ছা, তুমি তাহলে বিশ্বাস করো যে আল্লাহ আছেন, তাই না?'

উমর অবাক হয়ে গেল; এটা আবার কেমন কোয়েশ্চেন! আল্লাহ আছেন এটা বিশ্বাস না করার প্রসঙ্গ এল কোথা থেকে! তবু সব বিস্ময় গোপন করে উমর বলল, 'হ্যাঁ ভাইয়া! আমি বিশ্বাস করি।'

তুহিন ভাইয়া এবার যেন আগের সব কথা হঠাৎ ভুলে গেলেন। বললেন, 'ওকে, বাদ দাও এই টপিক। বলো, তুমি আজ একদম পার্ফেক্ট টাইমে কী করে এলে? ডেইলি তো লেট করো।'

'কী ব্যাপার! তুহিন ভাইয়াও কি মোবারক স্যারের মতো ভুলোমনা হয়ে যাচ্ছেন নাকি?' ভাবতে ভাবতে উমর বলল, 'কারণ, আপনিই তো গতকাল বলেছিলেন যে, আজ ৫ মিনিট লেট হলেও শাস্তি পেতে হবে।'

'তার মানে, তুমি আমার কথাটা বিশ্বাস করেছিলা যে, লেট করে এলে তুমি সত্যিই শাস্তি পাবা।' উমর 'হ্যাঁ'-সূচক মাথা নাড়ায়।

'তুমি তো বললা, তুমি আল্লাহকে বিশ্বাস করো; তাহলে আল্লাহ যখন বললেন, নামাজ না পড়লে শাস্তি পাবা, খারাপ কাজ করলে শাস্তি পাবা। তো সব জেনে বুঝেও কেন তাহলে নামাজ না পড়েই থাকো, খারাপ কাজ করো?' এইটুকু বলে তুহিন ভাইয়া থামলেন। হয়তো উমরের পক্ষ থেকে কোনো উত্তর আশা করছিলেন; কিন্তু উমর চোখ বড় বড় করে শুধু শুনছে।

তুহিন ভাইয়া আবার বলা শুরু করলেন, 'শোনো উমর, মানুষ যখন কোনো কিছু বিশ্বাস করে, তখন সেই বিশ্বাসটা তার এক্টিভিটিতে ফুটে ওঠে। যেমন ধরো, টিভিতে কিছুদিন থেকে নিউজ আসছে, আমাদের এলাকাজুড়ে ছিনতাই বেড়েছে। তখন দেখা যাবে, তোমার আম্মু বাসা থেকে বের হওয়ার সময় খুব অল্প টাকা নিয়ে অনেক কম সেজে বের হচ্ছেন। তিনি এমনটা কারার কারণ—তিনি বিশ্বাস করেছেন, টিভিতে যে নিউজটা দেখেছেন তা সত্যি। আর তা সত্যি মানে যে কোনো সময় এমন বিপদের মুখোমুখি তিনি নিজেও হতে পারেন। তাই যতটা সম্ভব নিজেকে সেইফ করে চলার চেষ্টা করছেন। ঠিক কি না?'

উমর মাথে নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ ঠিক।'

ভাইয়া বললেন, আল্লাহ বলেছেন, 'যারা গুনাহ করে এবং যাদের গুনাহ তাদের পরিবেষ্টন করে তারাই জাহান্নামবাসী, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে।' তুমি বললে যে, তুমি আল্লাহকে বিশ্বাস করো। অথচ তুমি সৎকাজ করছ না, গুনাহ করছ, আবার এটাও বলছ যে, 'আমি তো আল্লাহকে বিশ্বাস করি।' এটা কেমন বিশ্বাস, উমর?' কেনো যেন উমরের গায়ের লোম কাঁটা দিয়ে উঠল। সে কোনো উত্তর দিতে পারল না।

'আচ্ছা উমর, ধরো আজ তুমি আমার বাসায় আসতে লেট করে ফেললে, তাই আমি তোমাকে ১০ বার কান ধরে উঠবস করার শাস্তি দিলাম। তাই তুমি বললে, আমি কেন শাস্তি পাব ভাইয়া, আমি তো তোমার কথাটা বিশ্বাস করেছিলাম। এটা কী লজিক্যাল হবে?' উমর মাথা নিচু করে 'না'-সূচক মাথা নাড়ে।

ভাইয়া জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কী তোমার কোয়েশ্চেনের অ্যানসার পেয়েছ, উমর?' উদাস ভঙ্গিতে ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস মিশিয়ে উমর বলল, 'হুম!' একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, 'এটা কোন আয়াত, ভাইয়া?'

'সুরা বাকারার ৮০-৮২। পড়া শুরু করো এখন। এমনিতেই অনেক টাইম ওয়েস্ট হয়েছে আজ।' উমরের পড়ায় মন বসছে না। সে বার বার শুধু একটা কথাই ভাবছে, সত্যিই কুরআনে এত ইজি করে এই আয়াতগুলো আছে! বাসায় গিয়ে অবশ্যই মিলিয়ে দেখতে হবে। সে সব বুঝবে তো। থাক তাও সে দেখবেই; এখন না বুঝলেও ভাইয়ার মতো বড় হলে তো বুঝবে।

লেইম কোয়েশ্চেন অর নট-২!

স্কুল থেকে ফিরে ইনানের মন মেজাজ সব খারাপ হয়ে আছে। না খেতে ইচ্ছে করছে, না ফ্রেশ হতে। ইনানের আম্মু জোরাজুরি করেই খাওয়াচ্ছে, ফ্রেশ করাচ্ছে।

ইনান এখনও ছোট। তাই কিচ্ছু বলছে না। ইমান ভাইয়ার মতো বড় হলে ঠিক জেদ করত; তবে কিছু না বললেও জেদ কিছু কম করছে না। ইমান ভাইয়া বড় বলে আম্মু ভাইয়ার জেদের সাথে পেরে ওঠে না। ইনান ছোট। মাত্র ক্লাস ওয়ানে পড়ে বলেই সব জোর ইনানের সাথেই চলে।

মন খারাপের কারণ বিকেল ৩টার দিকে তুহিন ভাইয়া পড়াতে আসবে। এখন বাজে ১টা। ৩টায় আসবে তুহিন ভাইয়া আর তারপরই আসবে হুজুর; তাহলে ইনান খেলবে কখন! গতকালও ব্যাটটা হাতে নিয়ে সবে নিচে নেমেছে, নেমেই দেখে দূর থেকে সাদা পানজাবি পরা তুহিন ভাইয়া মাথা নিচু করে আসছে। ইনান ভেবেছিল, ভাইয়া তো হাঁটার সময় পিঁপড়া দেখে দেখে হাঁটে, সুতরাং এক ফাঁকে ব্যাটটা হাতে নিয়ে লুকিয়ে যাবে। ভাইয়া বাসায় গিয়ে আর ইনানকে পাবে না। তো, পড়াও আর হবে না। এই কথাটা ভেবে যেই লুকোতে যাবে, সেই ভাইয়ার চোখে চোখ পড়ে গেল, আর দূর থেকে ভাইয়া হাতে ইশারা দিয়ে বলল বাসায় যেতে।

কাল তো পড়েছেই ইনান। আজও কি পড়তে ইচ্ছে করে! তুহিন ভাইয়া যে পিঁপড়া দেখে দেখে হাঁটে এই কথাটা ইনানের আম্মু বলেছে। ভাইয়া পড়ানোর সময়ও ইনানের আম্মু পেছনের সোফায় বসে থাকে। তুহিন ভাইয়া নাকি ট্যারা। এটাও ইনানের আম্মু বলেছে। আম্মুর সাথে কথা বলার সময় নাকি অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে। ইনানের অবশ্য কখনো এমন মনে হয়নি। কে জানে! আম্মু যেহেতু বলেছে, তাহলে হয়তো ঠিকই।

ভাইয়া আসার আগে একটু খেলে নেবে—ভাবল ইনান। তাই ব্যাট হাতে যেই রুম থেকে বের হতে লাগল, সেই আম্মু ওকে ধরে শুইয়ে দিল। এখন নাকি ১ ঘণ্টা ঘুমোতে হবে। তারপর ভাইয়া পড়াতে আসবে, তারপর হুজুর, তারপর স্কুলের হোমওয়ার্ক, তারপর আবার ঘুম; তো ইনান খেলবে কখন?

কিছুতেই তাই ঘুমোতে চায় না ইনান। কিন্তু ওই যে ইনান এখনও ইমান ভাইয়ার মতো বড় হয়নি যে! তাই আম্মুর পিটুনি খেয়ে কখন যে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল আম্মুর ধাক্কাধাক্কিতে, ধড়ফড় করে কোনোমতে উঠেই শুনতে পেল তুহিন ভাইয়া নাকি বেল বাজাচ্ছে। আকাশ ভেঙে কান্না আসতে লাগল ইনানের। অনেকক্ষণ পড়ব না, পড়ব না বলেও বরাবরের মতো কোনো ফায়দাই হলো না। জোর করেই পড়তে বসিয়ে দিল আম্মু। তুহিন ভাইয়া রুমে ঢুকেই মিষ্টি হেসে ইনানের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।' ইনানের মন আরও খারাপ হয়ে গেল। প্রতিদিন সালাম দেওয়ার কী আছে!! আর ইনান কী বড় যে, ইনানকে সালাম দিতে হবে!! আব্বু বলেছিল, বড়দের সালাম দিতে হয়। মন খারাপ করে মুখ বাঁকিয়ে ইনান অন্য দিকে তাকাতেই পেছন থেকে আম্মু কঠিন কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'ইনান! ওয়ালাইকুম আসসালাম বলো।'

ইনান আম্মুর দিকে একবার তাকিয়ে দেখল আম্মু চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে আছে। তাই বিরক্তি ভরে ভাইয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওয়ালাইকুম আসসালাম।' ভাইয়া ক্লাস ডায়েরি দেখছে। ইনান সামান্য বিরতি নিয়ে প্রচণ্ড বিরক্তি ভরা কণ্ঠে ভাইয়াকে জিজ্ঞেস করল, 'প্রতিদিন আপনি সালাম দেন কেন? হ্যাঁ? আমি কি আপনার থেকে বড়?'

ভাইয়া কোনো কথা বলার আগেই পেছন থেকে আম্মু কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'ইনান! তোমাকে না বলেছি লেইম কোয়েশ্চেন একদম করবে না। পড়ায় মন দাও বলছি। তা না হলে তোমার আব্বু আসলে...' 'থাক না আন্টি। জিজ্ঞেস না করলে শিখবে কী করে!' আম্মুর কথা শেষ হওয়ার আগেই তুহিন ভাইয়া শান্তকণ্ঠে বললেন। তারপর ইনানের দিকে তাকিয়ে ভাইয়া বললেন, 'কেন আমি তোমাকে সালাম দিই?'

ইনান উপর নিচ মাথা নাড়াল। 'কারণ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ছোটবড় সবাইকে সালাম দিতে।' ইনান কিছুই বলল না। কিন্তু ভাইয়া আবার বলতে শুরু করলেন, 'আরও কী বলেছেন জানো?' হঠাৎ ইনানের জানতে খুব ইচ্ছে হলো নবিজি আরও কী বলেছেন! একেই বলে কণ্ঠের জাদু। ইনান বিরক্তি ভুলে উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

'আরও বলেছেন, যে আগে সালাম দেয়, সে ১০ নেকি বেশি পায়। ভাবা যায়! ১০ নেকি বেশি!'

'নেকি বেশি পেলে কী হবে?' অবাক প্রশ্ন ইনানের।

এই প্রশ্নে ইনানের আম্মু আবার পেছন থেকে কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'ইনান! তোমাকে না বলেছি লেইম কোয়েশ্চেন একদম করবে না। পড়ায় মন দাও বলছি। একদম সময় নষ্ট করবে না।' তুহিন ভাইয়া আর ইনান কেউই যেন আম্মুর কথা শুনতে পেল না।

ইনান কণ্ঠের উৎসুক ভাব আরও একটু বাড়িয়ে আবার জানতে চাইল, নেকি কী। তুহিন ভাইয়া কী যেন একটু ভেবে বলল, 'নেকি!!! উম্ম... আচ্ছা, তুমি তো গেইম খেলো, তাই না?'

ইনান মাথা নেড়ে জানাল, সে গেইম খেলে।

তুহিন ভাইয়া তারপর বললেন, 'উম্ম... আচ্ছা, তুমি তো এক্সামও দাও, তাই না?'

এবার যেন ইনানের আর তর সইছে না। কী এই নেকি! আর এর সাথে গেইম খেলা ও এক্সামের কী সম্পর্ক হতে পারে? ইনান উপর নিচ মাথা নাড়ার গতি আর একটু বাড়িয়ে দিল।

'গেইমে তো ভালো করলে পয়েন্ট পাও আর এক্সামে মার্ক্স, তাই না।'

'হ্যাঁ!' বলে তারার মতো জ্বলতে থাকা কৌতূহলী চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে ইনান।

'আবার খারাপ করলে পয়েন্ট কমে, এক্সামেও মার্ক্স কমে।'

উৎসুক চোখ দুটো আরও জ্বলতে শুরু করেছে ইনানের।

'ঠিক তেমনি, আমরা দুনিয়াতে ভালো কাজ করলে পাই সাওয়াব।'

'আর খারাপ কাজ করলেও সাওয়াব কমে?' কণ্ঠ ভরা উত্তেজনা ইনানের।

'হ্যাঁ! এই তো তুমি বুঝেছ। মাশাআল্লাহ!!'

ইনান মিষ্টি একটা হাসি দিল।

তুহিন ভাইয়া এবার বলা শুরু করলেন, 'বুঝতে পেরেছ, তাহলে কেন আমি তোমাকে আগে সালাম দিই?'

'হ্যাঁ, আপনি ১০ নেকি বেশি পেতে...' বলে কিছুক্ষণ থেমে ইনান খুব উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল, 'কাল থেকে আমিও ১০ নেকি বেশি পাব, দেখবেন!'

তুহিন ভাইয়াও মিষ্টি হেসে বললেন—ইনশাআল্লাহ।

✣ ✣ ✣

আজ যেন সময় কিছুতেই শেষ হচ্ছে না। কখন তুহিন ভাইয়া আসবে আর কখন ইনান সারাদিন কত সাওয়াব জমা করল তা জানাবে...

তিনি শুনছেন

ঝিরঝির বৃষ্টি!

ছাতাটা মাথার খুব কাছাকাছি এনে মুখ ঢেকে হাঁটছে রাফি। চিনচিনে কঞ্চির মতো শরীরের এই কিশোর হোস্টেল থেকে বাড়ি ফেরার পথে ছাতা, ভারী ব্যাগ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে। থাক একটু একটু ভিজুক। আর একটু সামনে গেলেই বাস। হাতের ভারী ব্যাগটা কিছুক্ষণ এই হাতে, কিছুক্ষণ ওই হাতে নিচ্ছে, তবুও যেন পথটা আরও দীর্ঘই হচ্ছে।

মনে মনে কিছুটা অভিমানের সুরেই বলল, 'আল্লাহ, কোন জামানায় ফেল্লা আমাকে! কোনো মানুষও একটু হেল্প করছে না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো পথের মানুষদের হেল্প করতেন!' বলে হালকা একটু হেসে দিল রাফি। বোকার মতো কথা! নিজের সাথে নিজে কথা বলার বোকামিটা আর গেল না ওর। নিজের বোকামিগুলোতে নিজেই হাসে। তাই মনে মনে আলহামদুলিল্লাহও বলল রাফি। মনের এই প্রশান্তিও তো আল্লাহর দেওয়া বিশেষ একটা নিয়ামাহ। সবার কী আর তা আছে। এসব ভাবতে ভাবতেই এ হাত থেকে ওই হাতে ব্যাগ টানতে টানতে হাঁটছিল রাফি।

এমন সময় সাঁ করে এসে পাশে একটা বাইক দাঁড়াল। চালক মধ্যবয়সি। হেলমেট পরা। রাফির উদ্দেশে বলল, ছোট্ট ভাই, আপনার তো ব্যাগটা নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে। দেন আমি ওই মোড় পর্যন্ত বাইকে করে নিয়ে যাই। আপনি হেঁটে আসেন। মোড়ে গেলেই তো বাস।

রাফি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে। মাত্রই না আল্লাহর কাছে এই নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছিল। মাত্রই না এ কথাগুলো বোকার মতো কথা ভেবে হেসে দিয়েছিল। আল্লাহ এ কথা গুলোও শুনেছেন! এত্ত মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন। রব বুঝি ওর এতই কাছে? চোখের কোণটা হালকা ঝাপসা হয়ে এল আনন্দে। আর অস্পষ্ট কণ্ঠে রাফি বলল, আলহামদুলিল্লাহ!

Speak Good

৬ মাস থেকে ৫ বছর অনেকের ক্ষেত্রে ১০ বছর পর্যন্ত বয়সটা খুব মায়াকাড়া হয়। আধো আধো বুলি, টলটল পায়ে হাঁটা, বোকা বোকা-পাকা পাকা প্রশ্ন, কথা। ছোটাছুটি দুষ্টুমি... এই বয়সের সব কথা কাজ বাবা-মাদের মনে খুব করে গেঁথে যায়। আশপাশের সবার মনেই তা রেকর্ড থাকে। আমি দেশে ফিরেছিলাম প্রায় এক যুগ পর। আমার আত্মীয়-স্বজন কাউকেই চিনতে পারছি না। কিন্তু প্রত্যেকের কাছে আমার দুষ্টুমির, পাকা পাকা কথার হাজার স্মৃতি ভরা ছিল। এমন সবারই থাকে। সামারাহকে প্রথম যেদিন দেখেছিলাম সেদিনের ওর কথাগুলো প্রায়ই নিজে নিজে মনে করে হাসি। সারাহ এর কথা মনে পড়ে। মারয়ামকে একটু দেখতে ইচ্ছে করে। রাইসা আর আয়েশার পাকা পাকা কথাগুলো কানে বাজতে থাকে বার বার। রানিজের 'মুন ফুল্লিইইই' বলে ছুটে এসে ছোট্ট দুটি হাত তুলে 'কোলে কোলে' বলতে থাকার দৃশ্যটা চোখে ভাসে। পিচ্চি কারও পাকা পাকা কথা শুনে হাফসা, আসমার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। সেদিন ফারিহার দুষ্টুমি দেখে আম্মি বলছিল, 'মুন ছোটবেলায় ঠিক এমন ছিল।' আমরাও এমন ছিলাম। আধো আধো বুলি বলে টলটল পায়ে ঘুর ঘুর করতাম।

এই পিচ্চি, পাকনা বুড়া-বুড়ি আমরাই যখন বড় হই, যুক্তিতে বুদ্ধিতে যখন খুব এগিয়ে যাই। অনেক সময় আমরা বাবা-মা অথবা বড়দের সাথে এমন ব্যবহার করে বসি, যা হয়তো সেই মানুষটার জন্য সহ্য করা খুব কঠিন। বাবা-মাদের জন্য সন্তান সত্যিই খুব বড় পরীক্ষা। যে বাবা-মা হয়তো আমাদের মুখের অস্পষ্ট কথা শুনে হেসে উঠত, তারাই এখন আমাদের তীক্ষ্ণ শব্দে স্তব্ধ নিশ্চুপ হয়ে থাকে। হয়তো মনে মনে ভাবে, 'এই তো সেই পিচ্চিটা, যার এই কথায় সেদিন আমরা খুব হেসেছিলাম। যে এ শব্দ উচ্চারণই করতে পারত না। কত কষ্ট করে ওকে এই শব্দটা শিখিয়েছি। আর আজ এই শব্দগুলো কতটা ধারালো কণ্ঠে আমার দিকেই ছুড়ে দিচ্ছে।'

মানুষ কি দেখে না, আমি তাকে (নাপাক) বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি? আর সে কি না হয়ে যায় প্রকাশ্য ঝগড়াটে। [সুরা ইয়াসিন, আয়াত : ৭৭]

আয়াতটা হঠাৎ মনে পড়ল। কথার তির যেভাবে বুকের ভেতরটা ঝাঁজরা করে দিতে পারে, তা হয়তো পৃথিবীর তীব্র বিষ দিয়েও সম্ভব না।

তাই আসুন, আমরা সুন্দর করে কথা বলার চর্চা করি; তবে সব সিচুয়েশনে তো আর তা সম্ভব হয় না, তাই না? তাই যখন বুঝব, একেবারেই মুখ থেকে ভালো কথা বের হওয়া সম্ভব না, সে রকম সিচুয়েশনে চুপ থাকার অনুশীলন করি; সহিহ মুসলিমের ৮০ নং হাদিসের মতো—

It is reported on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah (SWTﷺ) observed :

He who believes in Allah and the Last Day should either utter good words or better keep silence.[২]

অর্থ : সাহাবি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ইমান রাখে, সে যেন কথা বললে ভালো কথা (কল্যাণকর কথা) বলে, অথবা চুপ থাকাই তার জন্য কল্যাণকর।

[২] সহিহ মুসলিম, খণ্ড : ১, হাদিস : ৪৭।

টবের গাছ

আজ নিলয়ের ইন্টারভিউ। বেশ নামিদামি কোম্পানির ম্যানেজার পদের জন্য অ্যাপ্লাই করেছে সে। প্রাথমিক ইন্টারভিউ খুব সহজেই পার করে এসেছে। এখন ফাইনাল ইন্টারভিউর জন্য ডিরেক্টরের সাথে দেখা করতে হচ্ছে। এতটা নার্ভাস লাগছে, মনে হচ্ছে যেন হার্টটা দৌড়ে কোথাও পালাতে চেষ্টা করছে।

ডিরেক্টর সিভি হাতে নিয়ে দেখলেন তার সামনে বসে থাকা এই উদ্যমী তরুণের একাডেমিক রেজাল্ট খুবই ভালো। তাই কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি স্কুলে কোনো রকম স্কলারশিপ পেয়েছিলে?'

নিলয় বিনয়ের সাথে জবাব দিল, 'না, স্যার।'

'তাহলে কি তোমার বাবা স্কুলের সব ফি দিতেন?'

'জি না, স্যার। আমার বয়স যখন ১ বছর ছিল, তখন তিনি মারা যান।' উত্তর দিল নীরব।

চোখ সরু করে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালেন ডিরেক্টর।

ডিরেক্টরের দৃষ্টির প্রশ্ন বুঝতে পেরে নিলয় আবার বলল, 'আমার মা আমার পড়াশোনার জন্য সব রকমের খরচ করতেন।'

কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে ডিরেক্টর জিজ্ঞেস করলেন, 'উনি কোথায় কাজ করেন?'

'বিভিন্ন বাসা থেকে কাপড় এনে ধুয়ে দেন।'

কফির কাপটা টেবিলে রেখে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে এসে ডিরেক্টর বললেন, 'তোমার হাতটা একটু আমাকে দেখাতে পারবে?'

'জি নিশ্চয়' বলে নিজের দুটি হাত ডিরেক্টরের সামনে মেলে ধরল নিলয়।

একেবারে দাগহীন, কোমল হাত। ডিরেক্টর জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, তুমি কি কখনো তোমার মাকে কাপড় ধুতে সাহায্য করেছ?'

'কখনই না। মা সব সময়ই চেয়েছেন আমি যেন ভালো করে পড়াশোনা করি। বেশি বেশি বই পড়ি। এর বাইরে কোনো কাজ আমাকে কখনো করতে দেন না। তা ছাড়া, মা আমার থেকেও অনেক দ্রুত কাপড় ধুয়ে ফেলেন। আমি ধুতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যায়।'

'আমি তোমাকে একটা অনুরোধ করতে চাই। রাখবে?'

'জি, স্যার। নিশ্চয়।' বিনয়ী কণ্ঠে বলল নিলয়।

'আজ বাসায় গিয়ে তোমার মায়ের হাত জোড়া নিজের হাতে ধুয়ে দিবে। তারপর কাল সকালে আমার সাথে দেখা করবে।'

✣✣✣

অফিস থেকে বের হয়ে মনটা বেশ প্রফুল্ল লাগছে নিলয়ের। মনে হচ্ছে চাকরিটা হয়ে যাবে। বাড়ি ফিরে মায়ের কাছে তার হাত জোড়া চাইল ধুয়ে দিতে। ছেলের এমন অদ্ভুত আবদারে মা বেশ অবাক হলেন। সাথে খুব খুশিও হলেন। আনন্দ আর আশ্চর্যের এক মিশ্র অনুভূতি খেলা করে গেল মায়ের মন জুড়ে। হাসি মুখে নিজের হাত জোড়া বাড়িয়ে দিল ছেলের দিকে।

তরুণ বেশ মনোযোগ দিয়ে ধীরে ধীরে মায়ে হাত ধুয়ে দিতে লাগল। ধুয়ে দিতে দিতে ছেলেটার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল। জীবনে এই প্রথম ছেলেটা তার মায়ের কুঁচকে যাওয়া হাতটা খেয়াল করল। হাত দুটোর এখানে সেখানে কত ক্ষত চিহ্ন। কিছু ক্ষত তো এখনো তাজা। ছেলের স্পর্শে মা 'উফ!' বলে ব্যথায় চোখ বুজে ফেলছে।

এই হাত জোড়া প্রতিদিন কত কাপড় ধুয়ে, কত পরিশ্রম করে তার পড়াশোনার খরচ জুগিয়েছে। প্রতিটা ক্ষত চিহ্ন যে তার স্কুলের ফি, বইপত্রের খরচ আর ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়; নিলয় এই প্রথম তা উপলব্ধি করল।

মায়ের হাত ধুয়ে দিয়ে নিলয় নীরবে মায়ের বাকি কাপড়গুলোও ধুয়ে দিল। মা ছেলে খুব গল্প করল সে রাতে।

✣✣✣

পরদিন সকালে ডিরেক্টরের অফিসে পৌঁছে নিলয়। 'কাল তুমি কী করলে বা কী শিখলে আমাকে কি বুঝিয়ে বলতে পারবে?' বলে এক দৃষ্টিতে তরুণের দিকে তাকিয়ে রইল

ডিরেক্টর। 'আমি আমার মায়ের হাত ধুয়ে দিয়েছি। আর মায়ের বাকি কাপড়গুলোও ধুয়ে দিয়েছি।'

কথাটা বলতে বলতে যে তরুণের চোখের কোণ চিকচিক করে উঠল তা ডিরেক্টরের দৃষ্টি এড়াল না।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে নিলয় আবার বলা শুরু করল, 'আজ আমি যা তা সবটাই আমার মায়ের জন্য।'

ডিরেক্টর এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তরুণের দিকে। ছলছল দৃষ্টি নিয়ে বলে চলল তরুণ, 'আজ বুঝতে পারছি কাজের মূল্যায়ন কাকে বলে। মাকে সাহায্য করে আজ আমি বুঝলাম, একা একা নিজে থেকে কোনো কাজ করাটা কতটা কঠিন। আর নিজের পরিবারকে সাহায্য করার গুরুত্ব এবং মূল্যও আমি আজ উপলব্ধি করতে পারলাম।'

'আমি একজন ম্যানেজারের মধ্যে এই গুণটাই খুঁজছিলাম।' এটুকু বলে ডিরেক্টর নিজের চেয়ারে হালকা করে হেলান দিয়ে বললেন, 'এমন একজন যে অন্যের সাহায্যের মূল্যায়ন করতে পারে। অন্যের কাজের প্রশংসা করতে পারে। যে কিনা অন্যের কতটুকু কাজ করার ক্ষমতা আছে তা বুঝবে। অন্যের কষ্ট নিজে উপলব্ধি করতে পারবে। এমন কেউ যে নিজের জীবনের লক্ষ্য হিসেবে টাকাকে রাখে না'—বলতে বলতে একটু থামলেন ডিরেক্টর। চেয়ারে সোজা হয়ে বসে নিলয়ের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'ইউ আর হায়ারড, ইয়াং ম্যান।'

কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে অধীনস্থদের সম্মান অর্জন করে নিল নিলয়। অন্য সবাইও খুব যত্নের সাথে দলীয়ভাবে কাজ করে। ফলে সেই কোম্পানির পারফরম্যান্স অনেক উন্নতির দিকে এগুচ্ছিল।

খুব আদর যত্নে তুলতুলু করে যে শিশুকে বড় করা হয়, সে নিজেকে ছাড়া আর কিছুই বুঝে না; এমনকি তার বাবামায়ের যত্নেরও মূল্যায়ন করতে জানে না। কর্মক্ষেত্রে তাই সহকর্মীদের কায়ক্লেশ তাকে নাড়া দিতে পারে না। অন্যের কাজের দোষ ধরায় বা খুঁত খুঁজতেই ব্যস্ত থাকে সে। এমন মানুষরা হয়তো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে খুব ভালো হতে পারে; হয়তো সাময়িকভাবে সফলও হতে পারে; কিন্তু দিন শেষে তাদের অন্তরটা শূন্য পড়ে রয়। কৃতিত্বের কোনো অনুভূতিই তাদের ছুঁয়ে যেতে পারে না, ফলে তারা খুব ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তাদের বুকের ভেতরটা ভরে ওঠে অন্যের প্রতি ঘৃণায়। এর থেকে বের হতে তাদের মধ্যে 'আরও চাই আরও লাগবে' এমন একটা মনোভাব গড়ে ওঠে।

আম্মি একটা কথা প্রায়ই বলে, 'টবের গাছ হবা না' কথাটার ভাব-সম্প্রসারণ হলো, টবের গাছের খুব বেশি যত্ন নেওয়ার পরও তা হয় দুর্বল। কিন্তু এই একই গাছ রুক্ষ শুষ্ক কোথাও একেবারে যত্নহীন অবস্থায় বেড়ে ওঠে ও হৃষ্টপুষ্ট ফল দেয়।